67

দৈনিক ভোরের কাগজ

তারিখ 12 APR 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

৫ মাসেও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো না

মোস্তাক মোবারকী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিধিমালা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে। আর এই দ্বন্দ্বের কারণে দীর্ঘ পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে শূন্য পদে এ বছর দেশের চার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, ১৯৯৩ সালে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন কমিটি নামে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহা পরিচালককে চেয়ারম্যান ও পরিচালক (প্রশাসন) কে সদস্য সচিব এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডিজি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ, সরকারী কর্ম কমিশনের পরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন করে পদস্থ কর্মকর্তা সমন্বয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট এই কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বে সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রার্থীদের পঞ্চাশ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা হয় সংশ্লিষ্ট জেলায় এবং খাতা দেখা হয় ঢাকায়। এই লিখিত পরীক্ষার নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক জেলার শূন্য পদের তিনগুন শিক্ষকের নাম জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যবিশিষ্ট জেলা ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে সংশ্লিষ্ট জেলায় মৌখিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। জেলা ইন্টারভিউ বোর্ড ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রতি তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে সুপারিশ করে। এই বিধিমালার ভিত্তিতে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রতিবছরই দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদ পূরণ করার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটি প্রতিবছরই ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলার শূন্য পদ অনুযায়ী ঐ জেলার ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে তালিকা পাঠিয়েছে। যে জেলায় ১০০ শূন্য পদের বিপরীতে ১শ' শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটি ৩শ' জনের নাম পাঠিয়েছে। জেলা ইন্টারভিউ বোর্ড ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ৩শ' জন থেকে বাছাই করে ১শ' জনকে নিয়োগ দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটির কাছে জেলা ইন্টারভিউ বোর্ডের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসছে। কোন কোন জেলার ইন্টারভিউ বোর্ড একেকজন শিক্ষকের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা আদায় করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিএনপি দলীয় এমপিরাও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা ইন্টারভিউ বোর্ডকে প্রভাবিত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কোন কোন জেলার ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্মকর্তারা মোটা অঙ্কের বিনিময়ে পরবর্তীতে তালিকা পরিবর্তন করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে টেলেক্স পাঠিয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা ইন্টারভিউ বোর্ডের অনিয়ম ও কারচুপি এড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন করে জেলা ইন্টারভিউ বোর্ড বাতিল করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে লিখিত সুপারিশ পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে বর্তমান নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তনের জন্য মতামত দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বর্তমান বিধিমালা পরিবর্তনে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন হোক আর নাই হোক, বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।